بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

দ্বীন কায়েমের সঠিক পদ্ধতি

পার্ট-১

সীট নং-১৫

শাঈখুল হাদীস মুফতি মুহাম্মাদ জসিমুদ্দীন রাহমানী শাঈখুল হাদীস, জামিআ' ইসলামিয়া, মাহমুদিয়া, বরিশাল । খতিব- হাতেমবাগ জামে মসজিদ, ধানমন্ডি, ঢাকা । মোবাইল ঃ ০১৭১২১৪৮৪৩	তারিখঃ ২২. ০৫. ২০০৯ সময়ঃ বাদ জুমু'আ স্থানঃ হাতেমবাগ জামে মসজিদ, ধানমন্ডি । প্রতি জুমু'আর খুতবা ডাউনলোড করতে ভিজিট করুন: http://jumuarkhutba.wordpress.com

আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন কায়িম করা ফরয

ইরশাদ হচ্ছে ঃ

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ

অর্থঃ"(হে মানুষ) আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্যে সে 'দ্বীনই' নির্ধারিত করেছেন, যার আদেশ তিনি দিয়েছিলেন নূহকে এবং যা আমি তোমার কাছে ওহী করে পাঠিয়েছি, (উপরন্তু) যার আদেশ আমি ইব্রাহীম, মূসা ও ঈসাকে দিয়েছিলাম, (এদের সবাইকে আমি বলেছিলাম) তোমরা এ জীবন বিধান প্রতিষ্ঠিত করো এবং (কখনো) এতে অনৈক্য সৃষ্টি করো না; (অবশ্য) তুমি যে (দ্বীনের) দিকে আহ্বান করছো, এটা মুশরিকদের কাছে একান্ত দুর্বিষহ মনে হয়; (মূলত) আল্লাহ তায়ালা যাকেই চান তাকে বাছাই করে নিজের দিকে নিয়ে আসেন এবং যে ব্যক্তি তাঁর অভিমুখী হয় তিনি তাকে (দ্বীনের পথে) পরিচালিত করেন ।"(সূরা আশ-শুরা, ৪২:১৩)

অর্থাৎ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সব নবীকেই দ্বীন কায়িম করার নির্দেশ দিয়েছিলেন । তিনি আরও ইরশাদ করেছেনঃ

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا

অর্থঃ “তিনিই হচ্ছেন সেই মহান সত্তা, যিনি তাঁর রাসূলকে (যথার্থ) পথনির্দেশ ও সঠিক জীবন বিধান দিয়ে পাঠিয়েছেন, যাতে করে আল্লাহর রাসূল (দুনিয়ার) অন্য সব বিধানের ওপর একে বিজয়ী করে দিতে পারেন, (সত্যের পক্ষে) সাক্ষ্য দেয়ার জন্যে আল্লাহ তায়ালাই যথেষ্ট ।”

(সূরা আত্ তাওবা, ৯:৩৩; সূরা আল ফাতাহ, ৪৮:২৮; সূরা আস্ সাফ, ৬১:৯)

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ দ্বীন

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ

অর্থঃ “আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীন পরিপূর্ণ করে দিলাম, আর তোমাদের ওপর আমার (প্রতিশ্রুত) নিয়ামতও আমি পূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের জন্যে জীবন বিধান হিসাবে আমি ইসলামকেই মনোনীত করলাম ।” (সূরা আল মায়িদা, ৫:৩)

এ আয়াতে স্পষ্ট ঘোষনা করা হয়েছে যে, দ্বীন ইসলামকে মুকাম্মাল বা পরিপূর্ণ করে দেয়া হয়েছে । সুতরাং সেই দ্বীন ইসলাম কি ভাবে কায়িম করতে হবে, তার পথ-নির্দেশিকা যদি ইসলামে না থাকে, বরং যদি তা আব্রাহাম লিংকনের গণতন্ত্র নামক ধর্ম থেকে ধার-কর্য করতে হয়, তাহলে ইসলাম ‘মুকাম্মাল’ হল কি করে? এ সম্পর্কে রাসূল (সাঃ) কি কোন দিক-নির্দেশনা দিয়ে যান নি? যদি না দিয়ে থাকেন, তবে তিনি (أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ) বা উত্তম আদর্শ হলেন কি করে? অথচ আল্লাহ রাসূল (সাঃ) কে উত্তম আদর্শ বলে ঘোষনা করেছেন । ইরশাদ হচ্ছেঃ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

অর্থঃ “তোমাদের জন্যে অবশ্যই আল্লাহর রাসূলের (জীবনের) মাঝে (অনুকরণযোগ্য) উত্তম আদর্শ রয়েছে, (আদর্শ রয়েছে) এমন প্রতিটি ব্যক্তির জন্যে, যে আল্লাহর তায়ালার সাক্ষাৎ পেতে আগ্রহী এবং যে পরকালের (মুক্তির) আশা করে, (সর্বোপরি) সে বেশী পরিমাণে আল্লাহ তায়ালাকে স্বরণ করে ।”(সূরা আল আহ্যাব, ৩৩:২১)

হাঁ, অবশ্যই তিনি দ্বীন কায়িমের পদ্ধতি (**قولا و عملا**) অর্থাৎ ‘কথা ও কাজ’ উভয়ের মাধ্যমেই দেখিয়েছেন । তিনি নিজে দ্বীন কায়িমের জন্য যে পদ্ধতিটি গ্রহণ করেছিলেন, মৌখিক ভাবেও সেই পদ্ধতিটিই নির্দেশ করেছেন ।

রাসূল (সাঃ) বলেছেনঃ

انا امركم بخمس الله امرنى بهن الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا ان يرجع ومن دعايد عوى جاهلية فهو من جتى جهنم. قالوا يا رسول الله وان صام وصلي؟ قل وان صام وصلي وزعم انه مسلم.

“আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ের নির্দেশ দিচ্ছি, আল্লাহ আমাকে ঐগুলোর নির্দেশ দিয়েছেন। (সে বিষয়গুলো হচ্ছে)ঃ

ক) আল “জামাহ (সংগঠন/ঐক্য)_ একজন আমীরের অধীনে ঐক্যবদ্ধ হওয়া।

খ) আস্ সাম্‌উ_ আমীরের নির্দেশ শ্রবন করা।

গ) আত্ ত্ব আহ্ - আমীরের নির্দেশ পালন করা।

ঘ) আল হিজরাহ্_ হিযরত করা।

ঙ) আল জিহাদ ফি সাবী লিল্লাহ্ - আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।

সুতরাং যে ব্যক্তি “আল জামাহ” থেকে বের হয়ে এক বিঘত পরিমাণ দূরে সরে গেল, সে নিজের গর্দান থেকে ইসলামের রশি খুলে ফেলল। তবে যদি সে আবার ফিরে আসে তো ভিন্ন কথা। আর যে ব্যক্তি জাহিলিয়াতের দিকে আহ্বান জানায় সে তো জাহান্নামের পঁচা গলিত লাশ। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! ঐদি তারা সালাত এবং সাওম পালন করে তবুও? তিনি বললেন, হাঁ যদিও সালাম ও সাওম পালন করে এবং সে নিজেকে মুসলিম বলে দাবী করে।” (মুসনাদে আহমদ ও হাকিম)

এ হাদীসে দ্বীন কায়িমের সুস্পষ্ট পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে এবং স্বয়ং রাসূল (সাঃ) নিজেও এ পদ্ধতিতেই দ্বীন কায়িম করেছেন। রাসূল (সাঃ) এর দেখানো পদ্ধতি বাদ দিয়ে মনগড়া পদ্ধতি বা কোন অমুসলিমের পদ্ধতি অনুসরণ করে দ্বীন কায়িম করা স্বপ্ন দেখা কোন পাগল বা নাস্তিক-মুরতাদদের কাজ হতে পারে, কোন মু'মিনের নয়। তাই কবি বলছে-

خلاف پیمبر کسی راه کزید * که هر کز بنزل نخواهد رسید

“রাসূল)সাঃ) এর পথ বাদ দিয়ে যে ব্যক্তি অন্য পথে চলে সে কখনই গন্তব্যে পৌছতে পারে না।”

অন্য এক কবি আরও সুন্দর করে বলেছেনঃ

ترسم نرسی بکعبة ای اعرابی * که این راه که تومیروی بترکستان است

“ওহে মক্কার উদ্দেশ্যে বের হওয়া গেঁয়ো পথিক! আমার ভয় হচ্ছে যে তুমি এই পথে মক্কা যেতে পারবে না। কারণ তোমার এই পথ মক্কার নয়, বরং উল্টো মগপাড়ার।”

কাজেই যারা সত্যিকার অর্থে দ্বীন কায়িম করতে চায়, তাদের এই হাদীসে বর্ণিত প্রতিটি নির্দেশ যথাযথ পালন করা একান্ত কর্তব্য। সে জন্য আমি এই পাঁচটি বিষয়ে আলোচনা পেশ করার চেষ্টা করব, ইনশাআল্লাহ।

প্রথম বিষয়ঃ “আল জামাহ”

দ্বীন কায়িমের জন্য “জামাহ্” বা ঐক্যবদ্ধ হওয়া, সংগঠিত হওয়া জরুরী। এ সম্পর্কে আল্লাহ (সুবঃ) বলেনঃ

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا

অর্থঃ “তোমরা সবাই মিলে আল্লাহর রশিকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরো। (সূরা আল ইমরান, ৩:১০৩)

সে জন্যই তো আজ পাঁচ ওয়াক্ত সালাত জামা’আতের সাথে আদায়ের নির্দেশ দিয়ে একটি পাড়া/মহল্লার লোকদের ঐক্যবদ্ধ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এরপর জুমু’আর সালাতের মাধ্যমে আরও বড় এলাকার লোকদেরকে, ঈদের মাধ্যমে সমগ্র শহরের মানুষদেরকে, হজ্জের মাধ্যমে গোটা বিশ্বের মুসলিমদেরকে ঐক্যবদ্ধ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এমনকি “জামাআহ্”বদ্ধ জীবনকে ইসলামের আনুগত্যের জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। রাসূল (সাঃ) বলেছেনঃ

عن ابى در قال رسول الله صلى عليه وسلم من فارق الجماعة شيرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. رواه أحمد- مشكوة بلب الا عتصام.

“যে ব্যক্তি ‘জামাআহ্” থেকে আলাদা হয়ে এক বিঘত পরিমাণ দূরে সরে গেল সে তার গর্দান থেকে ইসলামের রশি খুলে ফেলল।” (মুসনাদে আহমদ, মিশকাত- ই’তিসাম অধ্যায়)

من سره ان يسكن بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة.

“যে ব্যক্তি জান্নাতের কেন্দ্রে বসবাস করতে চায় সে যেন ‘জামাআহ্’-কে আঁকড়ে ধরে।” (সহীহ্ মুসলিম)

যে ব্যক্তি ‘জামাআহ্’ থেকে বিচ্ছিন্ন হাদীসে এই বলে সাবধান করা হয়েছে যে, মেষ পাল থেকে বিচ্ছিন্ন মেষকে যেমন নেকড়ে বাঘ ধরে নিয়ে যায় তেমনি শয়তান ‘জামাআহ্’ থেকে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিকে নিজের খপ্পরে নিয়ে যায়।

عن معاذ بن جبل رضى الله عنه قل قال رسول الله صلى عليه وسلم إن الشيطان ذءب الإنسان كذءب الغنم يأجذ الشاذة والقاصية واياكم والشعاب وعليكم بالجماعة والعامة. رواه أحمد- مشكوة بلب الإعتصام.

‘হযরত মুয়ায বিন জাবাল (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূল (সাঃ) বলেছেন যে, মেষপাল থেকে বিচ্ছিন্ন মেষকে যেমন নেকড়ে বাঘ ধরে নিয়ে যায়, তেমনি শয়তান “জামাআহ’ থেকে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিকে নিজের খপ্পরে নিয়ে যায়। (মুসনাদে আহমদ, মিশকাত- ই’তিসাম অধ্যায়)

ومن ملت وهو مشارق للجماعة فإنه يموت ميته جاهلية.

“যে ব্যক্তি ‘জামাআহ্’ থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় মৃত্যু বরণ করবে তার মৃত্যু হবে জাহিলিয়াতের মৃত্যু।” (সহীহ মুসলিম)

وعن حذيفة قال كان الناس يسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركنى قال قلت يا رسول الله انا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير من شر قال نعم قلت وهل بعد ذلك الشر من خير قال نعم و فيه دخن قلت وما دخنه قال قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هديتي تعرف منهم وتنكر قلت فهل بعد ذلك الخير من شر قال نعم دعاه على أنواب جهنم من اجابهم اليها قدفوه فيها قلت يا رسول الله صفهم لنا قال هم من حلدتنا ويتكلمون بالسنتنا قلت فما تأمرني ان ادركني ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وامامهم قلت فان لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو ان تعض بلصل شجرة حتي يدركك الموت وانت على ذلك- متفق عليه وفي رواية المسلم قال يكون بعدى امراء لايهتدون يهداى ولا يستنون بسنتي وسبقوم فيهم رجال قلوبهم بالشيلطين فسى جثمان انس قال حذيفة قلت كيفلصنع يا رسول الله ان ادركت قال تسمع وتطيع الأمير وان ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع واطع.

“হযরত হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, লোকেরা রাসূল (সাঃ) এর নিকট কল্যাণকর বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করত। আর আমি ক্ষতির বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতাম এই ভয়ে, যেন আমি তাতে লিপ্ত না হই। হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা একসময় মূর্খতা ও মন্দের মধ্যে নিমজ্জিত ছিলাম। অতপর আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই কল্যাণ (দ্বীন ইসলাম) দার করেন। তবে কি এই কল্যাণের পর পূণরায় অকল্যাণ আসবে? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ, আসবে, তবে তা হবে ধোঁয়াযুক্ত। আমি বললাম, সেই ধোঁয়া কি প্রকৃতির? তিনি বললেনঃ লোকেরা আমার সুন্নাত বর্জন করে অন্য তরীকা গ্রহণ করবে এবং আমার পথ ছেড়ে লোকদেরকে অন্য পথে পরিচালিত করবে। তখন তুমি তাদের মধ্যে ভাল কাজও দেখতে পাবে এবং মন্দ কাজও। আমি আবার বললাম, সেই কল্যাণের পরও কি অকল্যাণ আসবে? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ, দোযখের দ্বারে দাঁড়িয়ে কতিপয় আহ্বানকারী লোকদেরকে সেই দিকে আহ্বান করবে। যারা তাদের আহ্বানে সাড়া দিবে তাদেরকে তারা জাহান্নামে নিক্ষেপ করে ছাড়বে। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদেরকে তাদের পরিচয় জানিয়ে দিন। তিনি বললেনঃ তারা লিবাস-পোষাকে আমাদের মতই মানুষ হবে এবং আমাদের ভাষায় কথা বলবে। আমি বললাম, আমি সে অবস্থায় উপনীত হলে তখন আমাকে কি নির্দেশ দিন? তিনি বললেনঃ তখন তুমি মুসলিমদের ‘জামাআহ্’ ও মুসলমানদের ইমামকে আঁকড়ে ধরবে। আমি বললাম, সে সময় যদি কোন মুসলিম ‘জামাআহ্’ ও মুসলিম ইমাম না থাকে (তখন আমাকে কি করতে হবে) ? তিনি বললেনঃ তখন তুমি সেই সমস্ত বিচ্ছিন্ন দলের সবগুলোকেই পরিত্যাগ করবে, যদিও তোমাকে গাছের শিকড় চিবিয়ে জীবনধারন করতে হয় এবং তুমি এই নির্জন অবস্থায় থাকবে যতক্ষন না তোমার মৃত্যু উপস্থিত হয়। অর্থাৎ, মৃত্যু পর্যন্ত বাতিল হতে দূরে অবস্থান করতে হবে, এতে যে কোন দুঃখ কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকারে তোমাকে প্রস্তুত থাকতে হবে) (বুখারী ও মুসলিম)

আর মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, রাসূল (সাঃ) বলেছেনঃ আমার (ওফাতের) পরে এমন কতিপয় ইমাম ও বাদশাহর আবির্ভাব ঘটবে, যারা আমার নির্দেশিত পথে চলবে না এবং আমার সুন্নাত ও তরীকা অনুযায়ী আমল করবে না। আবার তাদের মধ্যেও এমন কিছু লোকের আবির্ভাব ঘটবে, যারা গায়ে-গঠনে এবং চেহারা-অবয়বে মানুষই হবে, কিন্তু তাদের অন্তর সমূহ হবে শয়তানের ন্যায়। হুযায়ফা (রাঃ) বলেনঃ আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি আমি সেই অবস্থায় পতিত হই, তখন আমার করণীয় কি হবে? তিনি বললেনঃ তোমার আমীর যা

বলে তা মানবে এবং তার আনুগত্য করবে, যদিও তোমার পিঠে আঘাত করা হয় এবং তোমার ধন-সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হয়, তবুও তার নির্দেশ মেনে চলবে এবং তার আনুগত্য করবে।” (মিশকাত- ফিৎনা পর্ব)

চলবে.......